বর্তমান ভূতাত্ত্বিকদের অভিমতে বহু প্রাচীন যুগেও (tertiary period) মানুষের অস্তিত্ব ছিল। সেই যুগ দশ হাজার—কি তারও বেশী বছর আগে ঘটে গেছে। যমরাজের এক রাজ্য ছিল ও সেই রাজ্যের নাম যমলোক বা যমপুরী। কিশোর সেই যমলোকে গমন করেছিল জন্ম-মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য ও আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানার জন্য। কি ক'রে সে যমলোকে উপনীত হয়েছিল কঠোপনিষৎ তা বর্ণনা করেছে। বাজশ্রবসঃ নামে এক মহাসম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটি যজ্ঞ করেন ও তার ফল-কামনায় সে যুগের জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্রাহ্মণদের যথাসর্বস্ব দান করেন। সেই যজ্ঞে রক্তক্ষরা অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল না, সুখ ও সকল সম্পদ উৎসর্গ করাই ছিল সেই যজ্ঞের অঙ্গ। একজন তার এই সমস্ত পার্থিব বস্তু উৎসর্গ করে স্বর্গ বা মুক্তি লাভের আশায়।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, ভবিষ্যতে কিছু পাব—কি পাব না, তার জন্য বর্তমানের হাতের জিনিসকে দিয়ে দেওয়াতে কি সার্থকতা থাকতে পারে? কিন্তু জগতের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতিকে যাঁরা উপলব্ধি করেছেন সেই সত্যসন্ধানীদের মনে এ' প্রশ্ন জাগে না। তত্ত্বদর্শী তাঁর সকল-কিছুই উৎসর্গ করতে পারেন মহত্তর ও দীর্ঘকালস্থায়ী ফললাভের আশায়। সত্যকে লাভ করা যায় এই বিশ্বাস তাঁদের থাকে ও সেই বিশ্বাস কখনো তাঁদের প্রবঞ্চনা করে না। যে লক্ষ্যের জন্য তাঁদের জীবন-সংগ্রাম সেই লক্ষ্যে একদিন পৌঁছানো যাবেই একথা তাঁরা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন। সেজন্যই তাঁরা তাঁদের সমস্ত সম্পদ দান করেন পণ্ডিত জ্ঞানী ব্রাহ্মণদের।[৩]

তাঁর নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। এই নচিকেতার কথা আগেই অবশ্য বলা হয়েছে। নচিকেতা পনেরো ষোলো বছরের কিশোর হ'লেও সত্যের পূজারী ও পরমবিশ্বাসী ছিল। তার পিতা পার্থিব সুখে সুখী ছিলেন। যদিও তিনি যথাসর্বস্ব দান করবেন সঙ্কল্প করেছিলেন, কিন্তু ঠিক যেমনভাবে নচিকেতা ও অন্যান্য জ্ঞানীরা আশা করেছিলেন তেমনিভাবে পারেননি। যেমন, যেগুলিতে তাঁর প্রয়োজন ছিল না সেইগুলিই দান করার তিনি চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর অসংখ্য গাভী ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে যেগুলি বৃদ্ধা, শুষ্ক, অন্ধ, রুগ্ন ও যেগুলি অতি সামান্য প্রয়োজনে আসতে পারে বা নাও আসতে পারে, তাদেরই তিনি ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন, আর ভালো গাভীগুলিকে নিজের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। পিতার সঙ্কল্প দেখে, তাঁর দানের প্রকৃতি ও মনোভাব উপলব্ধি ক'রে নচিকেতা নিজের মনেই ভাবে যে, নিজের পণ ভঙ্গ ক'রে এই প্রকার তুচ্ছ বস্তু দান করলে অনভিপ্রেত নিরানন্দলোকে মানুষের গতি হয়, সেখানে কখনই জীবনের উচ্চতম আদর্শ পূর্ণ হ'তে পারে না, পরমশান্তি বা শাশ্বত আনন্দ লাভ করা যায় না।[৪]

৩। "ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস॥" —কঠোপনিষৎ ১।১।১

সেজন্য সে সোজাসুজি তার পিতার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে ঃ 'পিতা আপনি আমাকে কাকে দান করলেন?' সে তিন চার বার প্রশ্ন করে, কিন্তু তার পিতা কোন উত্তর দেন না। বারবার জিজ্ঞাসা করাতে পিতা নচিকেতার ওপর বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ 'তোমায় যমকে (মৃত্যুকে) দান করলাম'।[৫]

কিশোর ভাবলে তার পিতা সত্যই তাকে যমকে দান করলেন। সুতরাং সে যমের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলো। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো যে, সে মৃত্যু বা যমরাজের কী প্রয়োজনে আসতে পারে।[৬]

যমরাজ তার সঙ্গে কেমনইবা আচরণ করবেন তাও তার জানা নেই। তার মন একটু চঞ্চল হ'ল, কিন্তু যমরাজের প্রতি তার কি কর্তব্য না জানলেও সে এই ভেবে কিছুটা শান্তি পেলো যে, জীবিতদের মধ্যে সেই প্রথম মৃত্যুরাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে যাচ্ছে। সে তাদের মধ্যে গিয়ে পড়বে যারা মারা গেছে। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এই কিশোরের সত্যদৃষ্টি থাকাতে সে পার্থিব জীবনের মূল্য ও সারবত্তা কি তা' বুঝেছিল। সে বলে মৃত্যুতে কি আছে? কিছুই নেই। শস্যের মতোই মানুষ জন্মায় ও মরে।[৭] আমিও তাদেরই একজন। সুতরাং যদিও জানিনা মৃত্যুরাজ্যে আমার কি কর্তব্য তবুও আমি তাদের মধ্যে যাবো।

নচিকেতা মৃত্যুরাজ্যে গেল ও সেখানে প্রবেশ করল। যমরাজ কিন্তু তখন গৃহে ছিলেন না। তিনি গৃহের বাইরে অন্য কোন স্থান পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এখানে এই কাহিনীর বিবরণ থেকে লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল যে, দেবতারাও সময় সময় গৃহের বাইরে থাকেন। সুতরাং কিশোরকে তিন দিন তিন রাত্রি অপেক্ষা করতে হ'ল, তাকে অভ্যর্থনা করার কেউ ছিল না। যমরাজ না ফেরা পর্যন্ত কিশোরের আহার বা পানীয় কিছুই গ্রহণ করা হ'ল না। কিন্তু সে ছিল ব্রাহ্মণ, অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ও শুদ্ধাচারী সাত্ত্বিক প্রকৃতির। সে বহুপুণ্যে পবিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান ছিল। গৃহে ফিরে এলে পর যমরাজ সেই নবীন ব্রাহ্মণ কুমারকে দেখলেন ও ভীত হলেন।

যমরাজকে বলা হ'ল একটি ব্রাহ্মণ তিন দিন তিন রাত্রি আতিথ্য গ্রহণ না ক'রে কাটাচ্ছে, গৃহবাসীর পক্ষে তা মঙ্গলজনক নয়। ভারতে অতিথিকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান ক'রে সেবা ও সাদরে অভ্যর্থনা করা হয়। ভারতবাসীর বিশ্বাস অতিথি বিমুখ হয়ে আতিথেয়তার অভাবে চলে গেলে সমস্ত সুখ, সৌভাগ্য, ধর্ম ও মঙ্গল তাঁর সঙ্গেই চলে যায়, গৃহবাসীর জন্যে রেখে যায় শুধু অমঙ্গল। এইসব চিন্তা ক'রে যমরাজ অত্যন্ত শঙ্কিত হলেন। তাঁর আত্মীয়রা তাঁকে বললেন ঃ ব্রাহ্মণ-অতিথি অগ্নিরূপে গৃহে প্রবেশ

৫। "স হোবাচ পিতরং, তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং, তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥" —কঠোপনিষৎ ১।১।৪

৬। "কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াঽদ্য করিষ্যতি। —কঠোপনিষৎ ১।১।৫

৭। "সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ।" —কঠোপনিষৎ ১।১।৬

করেন। সেজন্য তাঁর পাদ্যাসনাদিদান রূপ শান্তির আয়োজন করা হয়। হে বৈবস্বত (সূর্যপুত্র), (তাঁর পাদপ্রক্ষালনের জন্য) জল আনুন। যে অল্পবুদ্ধির গৃহে ব্রাহ্মণ অনশনে থাকেন, তার সকল আশা, সাধুসঙ্গের ও সাধু বাক্যের পুণ্য কর্ম তথা পুণ্যময় দানের ফল, পুত্র ও পশুসম্পদ—সকল-কিছুই বিনষ্ট হয়।[৮]

যমরাজ তখন কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। বললেন যদি কোন জ্ঞানী-ব্যক্তি বা ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহে বাস ক'রে আহার্য, পানীয় বা কোনরূপ আতিথেয়তা গ্রহণ না করে, তবে সেই গৃহের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট হয়, সকল পুণ্য বিফল হয় ও সকল শুভকর্ম ফলদান থেকে বিরত হয়। এই কথা ব'লে তিনি ব্রাহ্মণ-কুমারকে বললেন : হে ব্রাহ্মণ, নমস্য অতিথি, তিন রাত্রি তুমি অনশনে আমার গৃহে বাস করেছ। তোমাকে নমস্কার করছি, আমার মঙ্গল হোক। এর জন্য (তিন রাত্রি অনশনে বাস করার জন্য) প্রতি তিন রাত্রির জন্য (এক এক রাত্রির জন্য এক একটি) বর প্রার্থনা কর। অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ, তুমি আমার গৃহে তিন দিন তিন রাত্রি বিনা আতিথেয়তায় বাস করেছ, তুমি সম্মানের যোগ্য ও নমস্য। তোমায় নমস্কার করি। হে ব্রাহ্মণ, তিন দিন তিন রাত্রি আতিথ্য না পাওয়ার জন্য তোমাকে তিনটি বর দিচ্ছি, তুমি যে কোন তিনটি বর প্রার্থনা কর, আমি পূর্ণ করবো।[৯] আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি ও তোমার কাছে আমার সৌভাগ্য ও মঙ্গল ভিক্ষা করছি।[১০]

যুবক উত্তর দিল : 'আমি প্রথম বর এই চাই যাতে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ পিতা মনে শান্তি পান, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারেন ও আমার জন্য উদ্বিগ্ন না হন। আর তাঁকে সুখশান্তি দান করুন।'[১১]

৮। "বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্ ॥
আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।
এতদ্বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥"
—কঠোপনিষৎ ১।১।৭-৮

৯। "তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব।"
—কঠোপনিষৎ ১।১।৯

১০। "এবমুক্তো মৃত্যুরুবাচ নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরম্,—কিং তৎ? ইত্যাহ,—তিস্রো রাত্রীঃ সৎ যস্মাৎ অবাৎসীঃ উষিতবানসি গৃহে মে মম অনশ্নন্, হে ব্রহ্মন্, অতিথিঃ সন্, নমস্যো নমস্কারার্হশ্চ ; তস্মাৎ নমস্তে তুভ্যমস্তু ভবতু।"
"হে ব্রহ্মন্, স্বস্তি ভদ্রং মেঽস্তু। তস্মাদ্ ভবতোঽনশনেন মদ্গৃহবাসনিমিত্তাৎ দোষাৎ তৎপ্রাপ্ত্যুপশমেন যদ্যপি ভবদনুগ্রহেণ সর্বং মম স্বস্তি স্যাৎ, তথাপি ত্বদধিকসম্প্রসাদনার্থমনশনেনোপোষিতামেকৈকাং রাত্রিং প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্বাভিপ্রেতার্থবিশেষান্ প্রার্থয়স্ব মত্তঃ ॥" —শাঙ্করভাষ্য

১১। "শান্তসঙ্কল্পঃ—উপশান্তঃ সঙ্কল্পো যস্য মাং প্রতি, 'যমং প্রাপ্য কিন্নু করিষ্যতি মম পুত্রঃ' ইতি, স শান্ত-সঙ্কল্পঃ। সুমনাঃ প্রসন্নমনাশ্চ যথা স্যাদ্বীতমন্যুর্বিগতরোষশ্চ, গৌতমো মম পিতা, মাহভি মাং প্রতি।...প্রথমমাদ্যং বরং বৃণে প্রার্থয়ে, যৎ পিতুঃ পরিতোষণম্।" —শাঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ হে যমরাজ, আমি আপনার নিকট হ'তে প্রেরিত হ'লে শান্তসঙ্কল্প সুমনা ও আমার প্রতি ক্রোধশূন্য হয়ে যেন আমার পিতা আমাকে চিনতে পারেন।[১২] ভেবে দেখুন, সে পিতার কাছ থেকে কি ধরনের আচরণ পেয়েছে, কিন্তু নচিকেতার প্রথম চিন্তা হ'ল মন্দের পরিবর্তে ভাল করা। নিশ্চয়ই সে আজকালকার সাধারণ ছেলেদের মতো নয়, কেননা আজকাল এমনও দেখা যায় যে, স্বার্থ ও অর্থের জন্য পুত্র পিতাকেও হিংসা করে। সেজন্য নচিকেতা প্রার্থনা করেছিল তার পিতা যেন্ শান্তিসুখ লাভ করেন ও তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। মৃত্যুর রাজ্য থেকে ফিরে গেলে যেন পিতা তাকে নিজের সন্তান ব'লে আবার চিনতে পারেন। যমরাজ অতি আনন্দের সঙ্গে তাকে সেই বর দিলেন ও বললেন ঃ 'তোমার পিতা সুখী হবেন, আগের মতো তোমাকে চিনবেন ও পরমস্নেহ ও করুণার সঙ্গে তোমাকে গ্রহণ করবেন।'

'তোমার পিতা আরুণিতনয় উদ্দালক আমার প্রেরণায় পূর্বের মতোই তোমার প্রতি স্নেহবান্ হবেন, তাঁর সকল রজনী সুখনিদ্রায় কাটবে ও তোমাকে মৃত্যুমুখ থেকে নির্মুক্ত দেখে ক্রুদ্ধ হবেন না।'[১৩] তারপর দ্বিতীয় বরে নচিকেতা বলে ঃ 'স্বর্গে মৃত্যু বা কোনরকম ভয় নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, তার পরিবর্তে কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও নিরতিশয় সুখ বিরাজিত। হে যমরাজ, যে অনুষ্ঠানের সাহায্যে মরণশীল মানুষ স্বর্গলাভ করতে পারে আপনি তার ক্রিয়াকলাপ জানেন। সেই হ'ল আমার দ্বিতীয় বর। আমি জানতে চাই কোন্ পন্থা অবলম্বন করলে মানুষ স্বর্গে যেতে পারে, আর সেই ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতিই বা কিরূপ।'

স্বর্গলোকে ভয় নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই ও ধ্বংস নেই। সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, দুঃখ-শোকও নেই, বরং চির-আনন্দ ও চিরশান্তি বিরাজিত।[১৪] সুতরাং,—'হে মৃত্যু, আপনি সেই স্বর্গসাধন অগ্নিকে জানেন। আমি শ্রদ্ধাবান ও স্বর্গকামী, সুতরাং

১২। "শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্-
বীতমন্যুর্গৌতমো মাঽভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাঽভিবদেৎ প্রতীত
এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥" —কঠোপনিষৎ ১।১।১০

১৩। "যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥"

১৪। "স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি, —কঠোপনিষৎ ১।১।১১
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে

যে অগ্নি চয়ন করলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়, সেই অগ্নির কথা আমায় বলুন। দ্বিতীয় বরে আমি সেই অগ্নিবিদ্যাই প্রার্থনা করছি।'[১৫]

যে অগ্নিচয়নবিদ্যার সাহায্যে মরণশীল মানুষ অমরত্ব ও চিরস্বর্গ লাভ করতে পারে, যমরাজ নচিকেতাকে সেই বিদ্যা বললেন ও তার নামানুসারে সেই অগ্নির নামকরণ করলেন 'নাচিকেতাগ্নি'।[১৬]

যমরাজ সেই নচিকেতার নামে অগ্নির নামকরণ করলেন। তদবধি আজও সেই যুবার নামেই ঐ অগ্নি পরিচিত।[১৭]

তৃতীয় বারে নচিকেতা বললে ঃ অনেকের বিশ্বাস মৃত্যুর পর আত্মার চিরবিনাশ হয়, অন্যেরা বলে আত্মা তখনো অবিনষ্টই থাকে—এদুটির কোন্‌টি সত্য? মৃত্যুর পর কিসের অস্তিত্ব থাকে?—এই বিষয়ে আমাকে বলুন এবং এই আমার তৃতীয় বর।[১৮]

মৃত্যুর অধিপতি যমরাজ এ' তথ্য সোজাসুজিভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন না। তিনি নচিকেতার মন পরীক্ষা করার এবং তাঁর এই শিষ্যটির আধ্যাত্মিক প্রকৃতি জানার জন্য বললেন ঃ 'দেবতারাও পূর্বে এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারণ এই আত্মতত্ত্ব এতই সূক্ষ্ম যে সহজে জ্ঞেয় নয়। নচিকেতা, তুমি এই বর ছাড়া অন্য বর প্রার্থনা ক'র ও আমার প্রতি এরূপ উপরোধ পরিত্যাগ কর।' অর্থাৎ যমরাজ বললেন ঃ 'নচিকেতা, দেবতাদেরও এই প্রশ্ন সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় আছে, তাঁরাও এর সঠিক উত্তর জানেন না বা দিতে পারেন না। সুতরাং এই তথ্য দুর্বিজ্ঞেয়, বোঝা অত্যন্ত কঠিন, তুমি অন্য বর প্রার্থনা ক'র, আমি আনন্দের সঙ্গে তা পূর্ণ করব।'[১৯] নচিকেতা বললে ঃ 'যখন দেবতারাও এ' প্রশ্নের উত্তর জানেন না, ও আপনার চেয়ে জ্ঞানী কেউ নেই, তখন হে মৃত্যু, আমি এর পরিবর্তে অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না। আপনার চেয়ে উত্তম শিক্ষক আমি আর কোথায় পাবো। আমার মনে হয় এই জিজ্ঞাসার সমতুল্য জিজ্ঞাসা আর কিছু হ'তে পারে না। আমি মৃত্যুরহস্যই জানতে চাই।' যমরাজ

১৫। "স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥" —কঠোপনিষৎ ১।১।১৩

১৬। "তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ।" —কঠোপনিষৎ ১।১।১৬

১৭। "তবৈব নচিকেতসো নাম্না অভিধানেন প্রসিদ্ধো ভবিতা ময়োচ্যমানোঽয়মগ্নিঃ।" —শাঙ্করভাষ্য

১৮। 'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতৎ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥" —কঠোপনিষৎ ১।১।২০

১৯। "দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্।" —কঠোপনিষৎ ১।১।২১

বললেন ঃ 'দীর্ঘজীবন যদি কামনা কর, যদি শতবর্ষ আয়ু প্রার্থনা কর, আমি তাই আনন্দের সঙ্গে দান করছি। পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র, বহু অশ্ব, হস্তি, সম্পদ, স্বর্ণ, জহরত, মণি-মাণিক্য—যা ইচ্ছা চাও, অথবা যদি এই জগতের বা অন্য কোন গ্রহের অধীশ্বর হ'তে চাও বল, আমি তাই পূর্ণ করব, কিন্তু এই বরটি প্রার্থনা কোরো না, আমি এই বর দিতে পারব না। যদি অনন্ত জীবন চাও তাও দেবো, কিন্তু মৃত্যুরহস্য জানতে চেও না। যদি আর কোন কামনা পূর্ণ করার থাকে, বল, তোমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতেও আমি রাজি আছি, কিন্তু এই বর তুমি চেওনা। এ তথ্য সবচেয়ে গূঢ় ও গোপন, তাই এটি আমি বলতে পারি না। মরণশীল মানুষের পক্ষে যা কিছু দুর্লভ, তাই তোমাকে দেবো। যদি স্বর্গের অপ্সরাদের চাও—মানুষের কাছে যারা দুর্লভ, তাদেরও পাবে, তারা তোমার সেবা করবে, কিন্তু নচিকেতা এই প্রশ্ন আর কোরো না, আমি এর উত্তর তোমায় দিতে পারবো না।' বললেন যমরাজ।[২০]

কিন্তু সেই কিশোর যমরাজের প্রলোভনে টললো না। সে বললে ঃ ঐ সমস্ত বিলাস নিয়ে আমি কি করব? এ সকলই ক্ষণভঙ্গুর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রেই স্বল্পক্ষণস্থায়ী। জীবন এবং মৃত্যুও ধ্বংসের অধীন। মৃত্যুরহস্যকে না জেনে অনন্তজীবনও আমার কাম্য নয়। নৃত্য-গীত-পটিয়সী অপ্সরারা জীবনের ভোগ্যা হ'লেও তা আপনারই থাক। সম্পদ ও প্রতিপত্তি নিয়ে মানুষ কোনদিন সুখী হ'তে পারে না। সম্পদের মধ্য দিয়ে কেউ শাশ্বত আনন্দ লাভ করেছে ব'লে আমি দেখিনি, সুতরাং কেন আপনি এগুলিই আমাকে দিতে চাইছেন? ঐ সকল নিয়ে আমি সুখী হ'তে পারবো না। আমি অনন্তজীবনেরও প্রার্থী নই। 'অনন্ত' কেবল অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক শাশ্বত ও অবিনশ্বর আত্মা ছাড়া মৃত্যু সকল বস্তুর ওপরই আধিপত্য বিস্তার করে। সকল বস্তু—এমন কি অপার্থিব বস্তুও পরিবর্তনশীল। জগতের এই অবস্থা জানার পর কে আর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করে! আমি দীর্ঘজীবন চাই না, সহস্র বৎসরের জীবনও কামনা করি না। যদি সত্যবস্তুর জ্ঞান

২০। "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব,
বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব,
স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥
এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং,
বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি,
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥
যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যাঃ
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব,
নচিকেতো মরণং মাঽনুপ্রাক্ষীঃ ॥" —কঠোপনিষৎ ১।১।২৩-২৫

বা উপলব্ধি না হয়, যদি শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানে পৌঁছাতে না পারি, তবে দীর্ঘজীবন নিয়ে আর লাভ কি। এই বিরাট সংশয়ের উত্তর যখন দেবতারাও দিতে পারেন না, তখন আপনি আমাকে সেই তত্ত্ব বলুন, এই বরই আমি প্রার্থনা করি। যে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক বর অতিশয় গোপনীয়, সেটি ছাড়া আর অন্য কোন বর আমি চাই না।[২১]

যুবক কিছুতেই অন্য বর গ্রহণ করতে রাজি হ'ল না, সে মৃত্যুরহস্যই জানতে চাইলো। এইভাবে যথার্থ সত্যান্বেষী নচিকেতা শুদ্ধজ্ঞানের সন্ধানে তার আচার্য মৃত্যুর অধীশ্বর যমরাজের কাছে উপস্থিত হ'ল—এই হ'ল গল্পটি। এর একটি বাস্তব মূল্য আছে। যাঁরা উচ্চতম সত্য—শুদ্ধজ্ঞানে পৌঁছাতে পেরেছেন, যাঁরা পরাচৈতন্যের স্তরে উপনীত হয়ে অমরত্ব লাভ করেছেন একমাত্র তাঁরাই মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন। তাঁরাই শুধু তার ব্যাখ্যা করতে পারেন, অন্যের দ্বারা তা সম্ভবপর নয়। মরণশীল মানুষ জানে না যে মৃত্যুর পর কি ঘটবে। তাই মৃত্যুর পর কি হবে তা জানতে চাইলে আমাদের পরাচৈতন্যের স্তরে পৌঁছাতে হবে, সেই পরমসত্তার সঙ্গে আমাদের মিলিত হ'তে হবে, তাতে বিলীন হ'তে হবে। আর তবেই সেই পরমতত্ত্বরূপ জ্ঞান আমাদের মধ্যে প্রতিভাত হবে। সেই জ্ঞান মহান আচার্য যমরাজের অধিগত ছিল। কিন্তু কে সেই আচার্য আমরা জানি না। তবে তাঁকেই শাস্ত্রে মরণের অধীশ্বর ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। এই যুবা জগতের কোন সৌন্দর্য, কোন আমোদ-প্রমোদের প্রলোভনে টলেনি। সে সমস্ত পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত ছিল। সুতরাং শুদ্ধজ্ঞানের সে ভিখারী ছিল—মুমুক্ষু ছিল। এরপর যমরাজ নচিকেতাকে কি বললেন তার আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে করব।

২১। "শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ,
সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব,
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥
ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো,
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং,
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥
অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্যন্মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥
যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোহয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥" — কঠোপনিষৎ ১।১।২৬-২৯